কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

গবেষণা সিরিজ-৯

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1211-6

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৭
দ্বাদশ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	ইসলামে অপবিত্রতার শ্রেণিবিভাগ	২৮
৬	কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে প্রচলিত ধারণা	৩০
৭	কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে Common sense	৩১
৮	কুরআনে থাকা কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	৩৬
৯	কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে আল কুরআন	৩৮
১০	কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে হাদীস	৪৬
১১	কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫৬
১২	অমুসলিমদের কুরআন পড়তে পারা বা পড়তে দেওয়ার বিষয়ে ইসলাম	৫৭
১৩	ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে শিক্ষা	৬২
১৪	ওজুসহ কুরআন ধরে পড়ার নেকী ও ওজু না থাকায় কুরআন ধরে পড়া থেকে বিরত থাকার গুনাহর মাত্রা	৭০
১৫	গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বা পড়ার গুনাহর মাত্রা	৭১
১৬	অপবিত্র অবস্থায় কুরআন ধরা বা পড়ার ব্যাপারে ইসলামের সামগ্রিক চূড়ান্ত রায়	৭২
১৭	শেষ কথা	৭৩

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

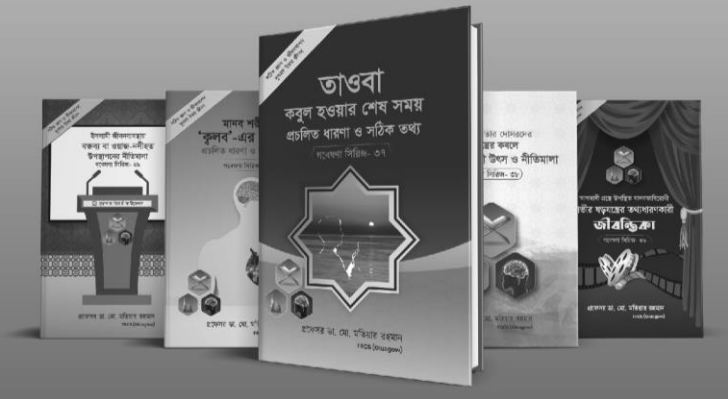

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

মু'মিনের ১ নং কাজ তথা সবচেয়ে বড়ো ফরজ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা। আর শয়তানের ১ নং কাজ তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে মু'মিনকে দূরে রাখা। যেকোনো সত্তা তার ১ নং কাজে সফল হওয়ার জন্য সর্বাধিক চেষ্টা-সাধনা করবে এটা স্বাভাবিক। তাই শয়তান তার ১ নং কাজে সফল হওয়ার জন্যে সব থেকে বেশি চেষ্টা-সাধনা করবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, ১ নং কাজটিতে তার (শয়তানের) সফলতার মাত্রা দেখে।

'ওজু ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা যাবে না (গুনাহ)' কথাটি বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে। হাফেজ ছাড়া বাকি সব মুসলিমের কুরআনের অল্পই মুখস্থ থাকে। আবার বেশির ভাগ মুসলিমের জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময় ওজু থাকে না। তাই 'ওজু ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা যাবে না' কথাটি অধিকাংশ মুসলিমের জন্য জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময় কুরআন ধরে পড়া তথা কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে এক বিরাট বাধা। কথাটি চালু না থাকলে সকল মুসলিমের পকেটে বা ব্যাগে কুরআন থাকতো এবং বাসায়, অফিসে বা পথে-ঘাটের যেকোনো অবসর সময়ে তা পড়তে কোনো অসুবিধা হতো না। ফলে তাদের কুরআন পড়ার সময় অনেক বেড়ে যেত। তাই এটি মুসলিমদের মধ্যে কুরআনের জ্ঞানী লোক কম থাকার একটি প্রধান কারণ।

প্রচলিত এ কথাটির বিপক্ষে বা পক্ষে কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলের কী কী তথ্য আছে তা বইটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুস্তিকাটি মুসলিমদের কুরআন পড়ার সময়কে অনেক বাড়িয়ে দিয়ে শয়তানের ১ নম্বর কাজকে ব্যর্থ করে দিতে ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

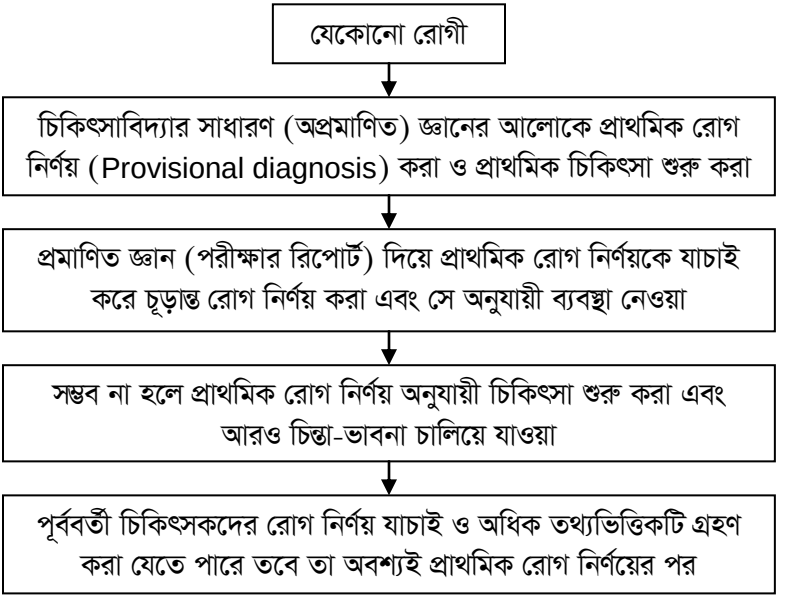

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

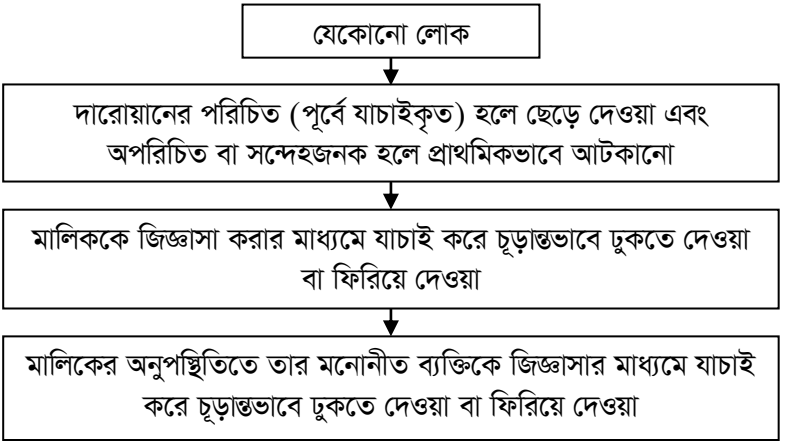

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

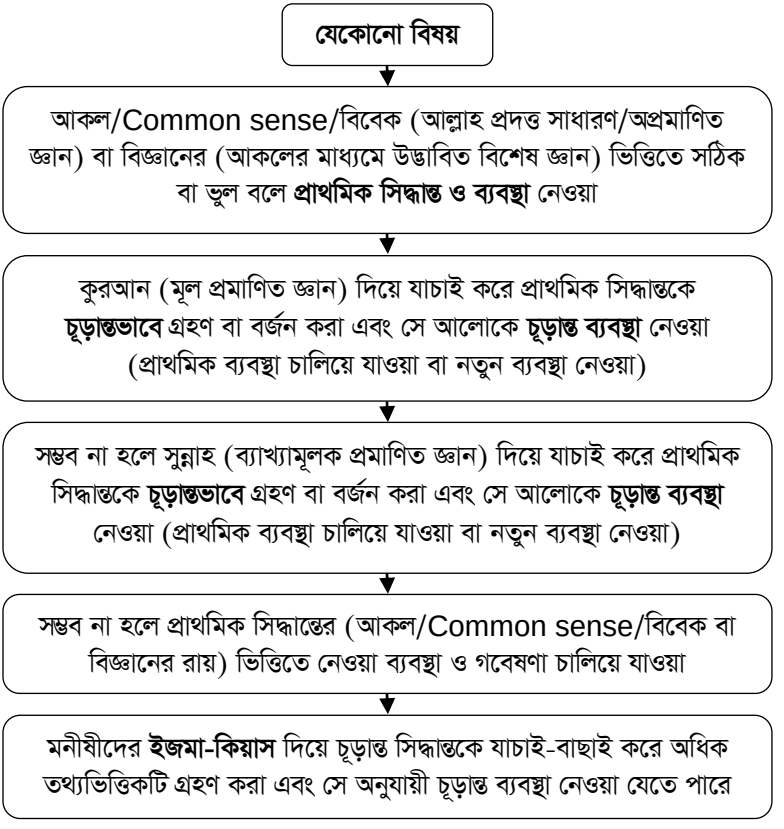

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

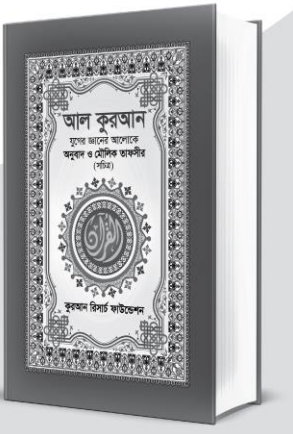

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

সকল মু'মিনের জন্য সবচেয়ে বড়ো ফরজ আমল হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক প্রকাশিত **'মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।

নিষ্ঠাহীন মুসলিমদের কথা দূরে থাক, আজ পৃথিবীর অধিকাংশ নিষ্ঠাবান মুসলিমেরও কুরআনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ জ্ঞান নেই। আরও অবাক লাগে যে সকল কথার মাধ্যমে শয়তান মুসলিমদের কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রেখেছে বা কুরআনের জ্ঞানার্জন করার পথে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করেছে, সেগুলোর ধরন দেখে। ঐ কথাগুলো যে অযৌক্তিক বা ধোঁকাবাজি, তা Common sense/আকলের আলোকেও বোঝা সহজ। তারপরেও একটি জাতির অধিকাংশ লোক কীভাবে তা মেনে নিলো, এটা ভেবে আমি অবাক হয়েছি!

চালু কথাগুলো যদি কুরআন-হাদীস সম্মত না হয়ে থাকে তবে তা উচ্ছেদ করা গেলে ইসলাম তথা মুসলিমদের অপরিসীম কল্যাণ সাধিত হবে। তাই কথাগুলোর বিপক্ষে বা পক্ষে কুরআন, হাদীস ও Common sense/ আকলের কী কী তথ্য আছে তা পর্যালোচনা করে জাতির সামনে উপস্থিত করাই আমাদের এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। আমরা আশাকরি তথ্যগুলো জানার পর যেকোনো মুসলিমের জন্য বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কী তা জানা বা বোঝা মোটেই কঠিন হবে না।

ইসলামে অপবিত্রতার শ্রেণিবিভাগ

ইসলামী জীবন বিধানে অপবিত্রতার শ্রেণিবিভাগের প্রবাহচিত্র–

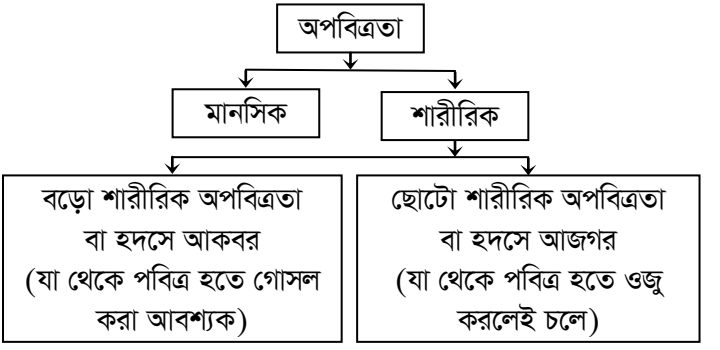

এবার চলুন বিভিন্ন ধরনের অপবিত্রতা এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জানা যাক–

মানসিক অপবিত্রতা

ইসলামী জীবনবিধানে ঐ সব ব্যক্তিকে মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র বলে যারা আকিদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে শিরকে নিমজ্জিত এবং যারা কুরআনের যেকোনো একটি বক্তব্যকেও মনের দিক দিয়ে অবিশ্বাস বা ঘৃণা করে। ইসলামী পরিভাষায় এদের মুশরিক ও কাফের বলা হয়। এই ধরনের ব্যক্তিরা গোসল করলেও মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র হবে না। কারণ, গোসল হলো শারীরিক অপবিত্রতা দূর করার উপায়।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহের সকল বক্তব্যকে মন দিয়ে বিশ্বাস ও ভক্তি করে, সে মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র। কিন্তু প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়ার আগ পর্যন্ত এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে বোঝার উপায় নেই। তাই ইসলামী জীবন বিধানে মনের দিক দিয়ে পবিত্র ব্যক্তি, যখন মুখে কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দেয়, তখনই শুধু তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে (Formally) মু'মিন বা ঈমানদার হিসেবে ধরা হয়। আর সে যখন কালেমার সকল দাবি,

নিষ্ঠার সর্বনিম্ন স্তরে থেকে পূরণ করে জীবন পরিচালনা করে তখন তাকে মুসলিম বলা হয়। এরকম ব্যক্তিরা শারীরিক দিক দিয়ে অপবিত্র হলেও মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র বা ঈমানদার থাকে।

আবার কোনো ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে মুখে কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দিয়েছে এবং প্রকাশ্যে মানুষকে দেখানোর জন্য ইসলামের কিছু কাজও (আমল) করে কিন্তু মনের দিক দিয়ে সে ঈমান আনতে পারেনি, তবে সে মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র রয়েই যাবে। এই ধরনের ব্যক্তিকে ইসলামী জীবনবিধানে মুনাফিক বলা হয়। কুরআন বলছে, পরকালে এদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

শারীরিক অপবিত্রতা

শ্রেণিবিভাগ–

১. বড়ো শারীরিক অপবিত্রতা।
২. ছোটো শারীরিক অপবিত্রতা।

১. বড়ো শারীরিক অপবিত্রতা

ইসলামী জীবনবিধান অনুযায়ী দুইভাবে এ ধরনের অপবিত্রতা অর্জিত হয়–

ক. যৌন মিলনের পর বা বীর্যপাতের পর।
খ. মেয়েদের মাসিক বা প্রসূতি স্রাব চলা অবস্থায়।

এ ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা প্রয়োজন।

২. ছোটো শারীরিক অপবিত্রতা

অনেক কারণেই শরীর এরকম অপবিত্র হয়। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হওয়া বিষয় হলো– প্রস্রাব, পায়খানা ও পায়ু পথে বায়ু নির্গত হওয়া। এ ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় হলো ওজু করা।

পবিত্রতা-অপবিত্রতার ব্যাপারে ইসলামী জীবনবিধানের ওপরে বর্ণিত মৌলিক কথাগুলো জানার পর চলুন এখন, বিভিন্ন ধরনের অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া, ধরা/স্পর্শ করা ও শোনার ব্যাপারে ইসলামের বিধান জানা যাক। বিষয়টিতে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী। নীতিমালাটি উল্লেখ করা হয়েছে পুস্তিকার ২১ পৃষ্ঠায়।

কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে প্রচলিত ধারণা

বর্তমান মুসলিম সমাজে ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধারণা হলো-

১. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু ধরা/স্পর্শ করা যাবে না।

২. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া বা ধরা/স্পর্শ করা উভয়টি নিষেধ।

এখন আমরা কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলের তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এ ধারণাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

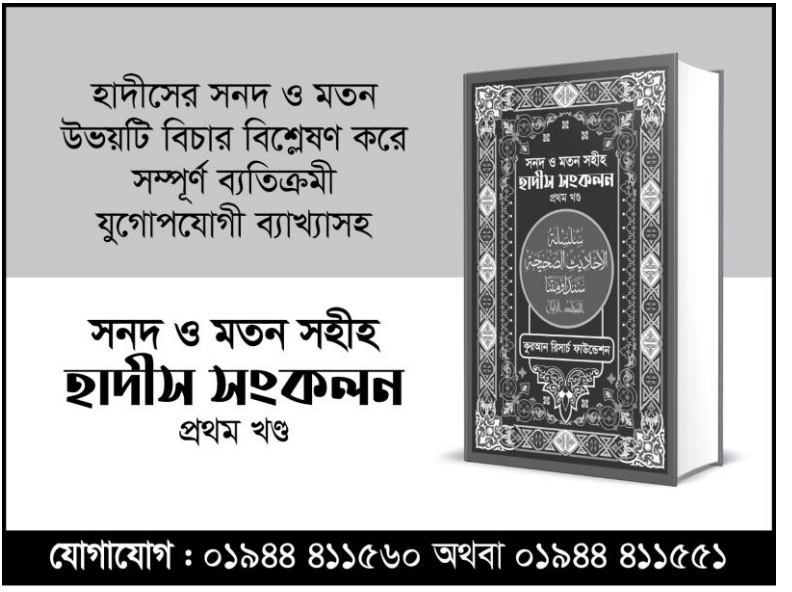

কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে Common sense

চলুন ***'ওজু-গোসল ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা যাবে না'*** কথাটি জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা যাক।

ক. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে, কিন্তু ধরা/স্পর্শ করা যাবে না কথাটির পর্যালোচনা

প্রথমে আমরা ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে, কিন্তু ধরা/স্পর্শ করা যাবে না কথাটি Common sense/আকলের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে পর্যালোচনা করবো।

দৃষ্টিকোণ-১ : গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ

ওজুর সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে মুসলিম সমাজে সবচেয়ে বেশি চালু থাকা কথাটি হলো– ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে, কিন্তু ধরা/স্পর্শ করা যাবে না।

কোনো গ্রন্থ পড়ার কাজটি, তা স্পর্শ করা কাজটি অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটি বিশেষ অবস্থায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে না এটি Common sense/আকলের সম্পূর্ণ বিরোধী কথা। এ কথার সমতুল্য কথা হলো– ঠান্ডা মাথায় একজন মানুষকে খুন করা যাবে কিন্তু নখের আঁচড় দেওয়া যাবে না। পৃথিবীর সকল মানুষ একবাক্যে বলবে এ ধরনের কথা সঠিক হতে পারে না। কারণ, খুন করা বিষয়টি নখের আঁচড় দেওয়া বিষয়টির থেকে কোটি কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তাই Common sense/আকলের ভিত্তিতে সঠিক কথাটি হবে–

- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া গেলে অবশ্যই ধরা/স্পর্শ করা যাবে।
- ওজু ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা না গেলে অবশ্যই পড়া যাবে না।

আর তাই ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যখন ইসলামসিদ্ধ, Common sense/ আকল অনুযায়ী তখন অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করাও ইসলামসিদ্ধ হবে।

দৃষ্টিকোণ-২ : সম্মানের দৃষ্টিকোণ

ওজু ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা নিষিদ্ধ তথা পাপ কথাটা যারা বিশ্বাস করেন তাদের যুক্তি হলো– ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ না করা বিষয়টি হলো কুরআনকে সম্মান দেখানো। আসলে কি তাই? চলুন পর্যালোচনা করা যাক।

কোনো গ্রন্থ, বিশেষ করে ব্যাবহারিক (Applied) গ্রন্থের সবচেয়ে বড়ো সম্মান হলো, তার জ্ঞানার্জন করা এবং সে জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা। যেকোনো জিনিসের সবচেয়ে বড়ো সম্মানের ব্যাপারে ব্যাপক বাধা সৃষ্টিকারী বিষয় ঐ জিনিসের সম্মানের বিষয় হতে পারে না। তা হবে ঐ জিনিসটিকে অসম্মান করামূলক বিষয়।

ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে এক বিরাট বাধা। তাই Common sense/আকলের সর্বসম্মত রায় হলো– ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ কথাটা কুরআন নামক ব্যাবহারিক গ্রন্থের সম্মানমূলক কথা অবশ্যই নয়। এটি কুরআনকে চরম অসম্মানমূলক কথা।

তাই Common sense/আকল অনুযায়ী এ কথাটি ইসলামসিদ্ধ হতে পারে না। অর্থাৎ Common sense/আকলের এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ওজু ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-৩ : গুনাহর কাজে সহায়তার দৃষ্টিকোণ

ইসলামী জীবনবিধানে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা। ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। তাই এটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে এক বিরাট বাধা। অর্থাৎ এ কথাটি সবচেয়ে বড়ো গুনাহমূলক কাজটি ঘটার পথে এক বিরাট সহায়ক কথা।

ইসলামে গুনাহর কাজে সহায়তা করা গুনাহ। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাপক প্রচারিত হওয়া এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ Common sense/আকলের এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায় ওজু ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-৪ : কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট বাধার দৃষ্টিকোণ
Common sense/আকল অনুযায়ী, একটি জিনিসের উদ্দেশ্য সাধনের পথে যে বিষয় বিরাট বাধার সৃষ্টি করে সে বিষয় ঐ জিনিস সম্পর্কিত সিদ্ধ বিষয় অবশ্যই নয়। সেটি হবে ঐ জিনিস সম্পর্কিত বিরোধী বিষয়।

কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়ে কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ কথাটি কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধনের পথে এক বিরাট বাধা।

তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ Common sense/আকলের এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায় ওজু ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-৫ : মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট বাধার দৃষ্টিকোণ
মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– কুরআনকে জ্ঞানের নির্ভুল, পরিপূর্ণ উৎস ও মানদণ্ড হিসেবে ঈমান রেখে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা।

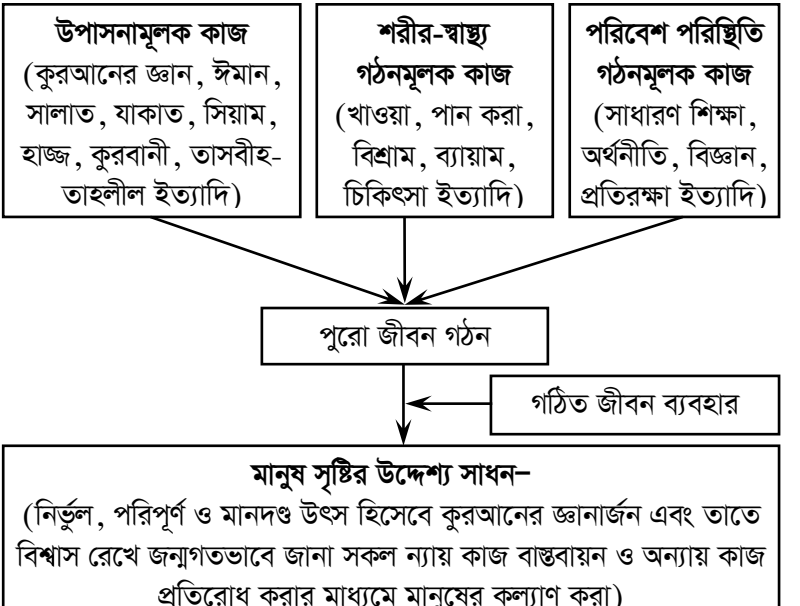

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক প্রকাশিত **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটিতে।

যে কাজ কোনো বিষয়ের উদ্দেশ্য সাধনের পথে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সে কাজ ঐ বিষয় সম্পর্কিত সিদ্ধ বিষয় অবশ্যই হতে পারে না। তা হবে ঐ বিষয় সম্পর্কিত নিষিদ্ধ বিষয়।

ঈমান হলো, জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই কুরআনকে জ্ঞানের নির্ভুল, পরিপূর্ণ উৎস ও মানদণ্ড হিসেবে ঈমান রেখে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করতে হলে আগে কুরআন পড়ে জানতে হবে কুরআনে থাকা ন্যায় ও অন্যায় কাজ গুলো কী কী।

ওজু ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা যাবে না কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। তাই এ কথাটি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে এক বিরাট বাধা। আর তাই এ কথা ইসলাম সম্পর্কিত সিদ্ধ কথা অবশ্যই হতে পারে না। অর্থাৎ Common sense/আকলের এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায় ওজু ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা যাবে।

খ. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, ধরা বা স্পর্শ করা সবগুলো নিষেধ কথাটি পর্যালোচনা

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। তাই মানুষের লেখা যেকোনো বইয়ের সাথে সব দিক থেকে গ্রন্থটির একটা বিশেষত্ব থাকবে এবং বাস্তবে তা আছে। যেমন– কুরআন নির্ভুল কিন্তু অন্য কোনো গ্রন্থ তা নয়, কুরআনের সাহিত্য মানের সঙ্গে অন্য কোনো বইয়ের সাহিত্য মানের তুলনা হয় না ইত্যাদি।

তাই অপবিত্র অবস্থায় ধরা, ছোঁয়া বা স্পর্শ করার ব্যাপারেও অন্য গ্রন্থ থেকে কুরআনের কিছু ব্যতিক্রম থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ব্যতিক্রম এমন হওয়া Common sense/আকল বিরোধী যে তা কুরআন নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের পথে তথা কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করবে।

গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন ধরা, ছোঁয়া বা স্পর্শ করা নিষেধ কথাটির অবস্থা হলো–

১. এটি পড়া যাবে কিন্তু ধরা/স্পর্শ করা যাবে না কথাটির মতো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একটি কথার সৃষ্টি করে না।

২. এটি বেশিক্ষণ মানুষকে কুরআন ধরে পড়া থেকে দূরে রাখে না। কারণ, একজন মুসলিম বেশি সময় গোসল ফরজ অবস্থায় থাকে না। পরবর্তী সালাতের আগে তাকে অবশ্যই গোসল করে পবিত্র হতে হয়। তাই সে সারাদিন কুরআন কাছে রাখতে ও ধরে পড়তে পারে।

৩. এটি অপবিত্রতার একটি অবস্থায় কুরআনকে ধরা, ছোঁয়া বা স্পর্শ করতে না দিয়ে অন্যগ্রন্থ থেকে কুরআনের ব্যতিক্রমধর্মী গুণ বজায় রাখে।

তাই Common sense/আকল অনুযায়ী, গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, ধরা, ছোঁয়া বা স্পর্শ করা নিষেধ কথাটি ইসলামসম্মত হতে পারে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense/আকলের রায় হলো ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো–

১. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া, ধরা, ছোঁয়া ও স্পর্শ করা সিদ্ধ।

২. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, ধরা, ছোঁয়া ও স্পর্শ করা সবগুলো নিষিদ্ধ।

কুরআনে থাকা কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নায়) থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতি, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে। তাই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য হলো–

..... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

... ... প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense/আকল) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– মানুষের মনে থাকা Common sense/ আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে আগে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see (মনে থাকা Common sense/আকল যা জানে না চোখ তা দেখে না)।

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো– চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Szmptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনে থাকা Common sense/আকলে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয়

ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। এ তথ্যটিই মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন আয়াতটির প্রথম অংশে।

প্রথম অংশের বক্তব্য হলো–

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense/আকলের) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন শোনার পর সঠিকভাবে বোঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির এ অংশে বলা হয়েছে– মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন পড়ে ও শুনে সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense/আকলের অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো, পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense/আকল উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense/আকলের মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

১. বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) বই পড়া।
২. ইন্টারনেট ব্রাউজ করা।
৩. Geographic channel দেখা।
৪. Discovery channel দেখা।

তাই কুরআন অনুযায়ী ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে Common sense/আকলের রায় তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় আগে থেকে মাথায় না থাকলে ঐ বিষয়ে উপস্থিত থাকা কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়বে না তথা মানুষ খুঁজে পাবে না।

কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কেও বিষয়ে Common sense/আকলের রায় এখন আমাদের মাথায় আছে। তাই চলুন এখন খোঁজা যাক– বিষয়গুলো সমর্থন বা বিরোধিতাকারী কুরআনের আয়াত বা সুন্নাহ আছে কি না। এর মাধ্যমে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টি সম্পর্কে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো, ইনশাআল্লাহ।

কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে আল কুরআন

তথ্য-১

❑ যে আমল শুরু করার আগে ওজু-গোসলের আদেশ কুরআন দিয়েছে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নেবে তখন ধৌত করো তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত এবং মাসেহ করো তোমাদের মাথা ও দুই পা গোড়ালী পর্যন্ত। আর যদি তোমরা (সহবাসজনিত কারণে) অপবিত্র থাকো তবে (গোসল করে) পবিত্র (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) হবে। আর যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা সহবাস করার পর পানি না পাও তাহলে পবিত্র (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) মাটি অনুসন্ধান করো (তায়াম্মুম করো) : অতঃপর (ঐ মাটির ওপর হাত রেখে সে হাত দিয়ে) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো। (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৬)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا .

হে যারা ঈমান এনেছ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো এবং যদি তোমরা পথচারী হও তবে অপবিত্র (গোসল ফরজ) অবস্থাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করো। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা যদি সহবাস করো, এরপর পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাপমোচনকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৪৩)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : সালাতের আগে ওজু বা গোসল করে শরীর পবিত্র করা ইসলামের একটা মৌলিক কাজ। তাই বিষয়টি মহান আল্লাহ বিস্তারিত, স্পষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আল কুরআনের ২টি সুরায় অনেকটা জায়গা নিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআন সালাতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই কুরআন পড়া বা স্পর্শ করার আগে পবিত্রতা অর্জন করা দরকার হলে, আল্লাহ তা আরও বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু কুরআন পড়া, ধরা, স্পর্শ করা বা অন্য কোনো কাজ করার আগে ওজু বা গোসল করতে হবে এমন কোনো কথা আল কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। সুরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতে কুরআন ধরা/স্পর্শ করার আগে ওজু বা গোসল করার কথা বলা হয়েছে বলে যে কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে তা মোটেই সঠিক নয়। এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা পরে আসছে।

তথ্য-২

❑ কুরআন পড়া শুরু করার আগে যা করার আদেশ আল কুরআন দিয়েছে

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ .

যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা : এটি একটি আদেশমূলক আয়াত। তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে কুরআন পড়া শুরু করার সময় ইবলিস শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাকে (আয়ুজু বিল্লাহ পড়া) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। কারণ, কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে সরানো শয়তানের ১ নং কাজ। তাই আল্লাহর সাহায্য না পেলে শয়তানের নানা ধোঁকাবাজিমূলক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।[১]

তথ্য-৩

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۝

(মূল শব্দ/Key words তা (ঐ কুরআন) ও مُطَهَّرُونَ অপরিবর্তিত রেখে) : তা (ঐ কুরআন) স্পর্শ করতে পারে না مُطَهَّرُونَ ছাড়া অন্য কেউ।

(সুরা আল ওয়াকিয়া/৫৬ : ৭৯)

ওজু ছাড়া কুরআন ধরা/স্পর্শ করা যাবে না বা গুনাহ কথাটি যারা বিশ্বাস করেন তাদের প্রায় সবাই সুরা আল ওয়াকিয়ার ৭৯ আয়াতটিকে ঐ কথার দলিল হিসেবে জানেন। তাই আয়াতটি বিস্তারিত পর্যালোচনার দাবি রাখে।

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা : আয়াতটির মূল শব্দ দুটির যে সকল অর্থ আরবী ভাষায় হয় বা যা আল কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে–

মুতাহ্হারুন (مُطَهَّرُونَ)

১. ওজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া মানুষ।
২. নিষ্পাপ সত্তা বা ফেরেশতা।

ঐ কুরআন

১. পৃথিবীর কুরআন।
২. লওহে মাহফুজে রক্ষিত কুরআনের মূলকপি।

আল কুরআন ব্যাখ্যার নীতিমালা (উসূল) হলো একটি আয়াতের কোনো শব্দের যদি একাধিক অর্থ হয় তবে শব্দটির সে অর্থটি নিতে হবে যেটি নিলে–

১. আয়াতটির অর্থ আগের ও পরের আয়াতের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়।
২. অন্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়।
৩. শানে নুযুলের (নাযিল হওয়ার পটভূমি) সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়।

১. এ ব্যাপারে পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আরাফ/৭-এর ২০০ ও ২০১ নং আয়াত।

এরপরও যদি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না যায় তবে পর্যালোচনা করতে হবে ঐ বিষয়ে–

১. রসুল স.-এর বক্তব্য তথা হাদীস।
২. সাহাবায়ে কিরামগণের বক্তব্য।
৩. পূর্ববর্তী মনীষীদের বক্তব্য।
৪. বর্তমান মনীষীদের বক্তব্য।

কুরআন মাজীদের আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে উপরোক্ত তথ্যগুলো সামনে রেখে আয়াতটির সঠিক অর্থটি বের করার চেষ্টা করা যাক–

আয়াতটির শানে নুযুল

মক্কার কাফেররা রসুল স.-কে গণক, জাদুকর ইত্যাদি বলতো। তারা বলে বেড়াতো শয়তান কুরআন নিয়ে এসে মুহাম্মাদকে পড়ে পড়ে শিখিয়ে দেয়। তারপর মুহাম্মাদ সেটা অন্যদের জানায়। কাফেরদের এই প্রচারণার উত্তরে মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটিসহ আরও কয়েকটি আয়াতে বক্তব্য রেখেছেন। যেমন–

১. সুরা আশ শুআরার ২১০-২১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ . وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ . اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ .

এটি নিয়ে শয়তানরা নাযিল হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা সামর্থ্যও রাখে না। নিশ্চয় (নাযিলকালে) তাদের তা (কুরআন) শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। (সুরা আশ শুয়ারা/২৬ : ২১০-২১২)

২. আগের ও পরের দুটি আয়াতসহ সুরা আল ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াত-

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ . فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ . لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ . تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ .

(৭৯ নং আয়াতের হু ও মুতাহ্হারুন শব্দ দুটি অপরিবর্তিত রেখে) :

নিশ্চয় তা সম্মানিত কুরআন। যা (লিখিত) আছে সুরক্ষিত কিতাবে। তা (ঐ কুরআন) স্পর্শ করতে পারে না مُطَهَّرُوْنَ ছাড়া অন্য কেউ। এটা বিশ্বসমূহের রবের কাছ থেকে অবতর্ণ। এরপরও কি তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করবে?

(সুরা আল ওয়াকিয়া/৫৬ : ৭৭-৮১)

ব্যাখ্যা : ৭৯ নং আয়াতে 'ঐ কুরআন' বলতে যে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে সে কুরআন সমন্ধে ৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তা আছে এক সুরক্ষিত কিতাবে। সহজেই বুঝা যায় এখানে 'সুরক্ষিত কিতাব' বলতে বুঝানো হয়েছে কুরআনের মূল কপিটি যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। কারণ, পৃথিবীর কুরআন সুরক্ষিত নয়। পৃথিবীর কুরআন যে কেউ অপবিত্রতার বিভিন্ন অবস্থায় স্পর্শ করতে, ধরতে, পড়তে, ছিড়তে বা বিভিন্নভাবে অসম্মানও করতে পারে।

সুরা আল ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের মূল শব্দ দুটির ওপরে উল্লিখিত দুই ধরনের অর্থ ধরে আয়াত পাঁচটির যে দুই ধরনের ব্যাখ্যামূলক অর্থ হয় তা হলো–

১. তা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন। যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। নিষ্পাপ ফেরেশতা ছাড়া লওহে মাহফুজের কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারে না। (পৃথিবীর কুরআন) মহাবিশ্বের রবের কাছ থেকে নাযিল হওয়া। এরপরও কি তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করো?

২. তা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন, যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। ওজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া মানুষ ছাড়া ঐ লওহে মাহফুজের কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারে না। (পৃথিবীর কুরআন) মহাবিশ্বের রবের কাছ থেকে নাযিল হওয়া। এরপরও কি তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করো?

আয়াত ৫টির এ দুটি ব্যাখ্যার কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে প্রশ্ন করলে আমার তো মনে হয় পৃথিবীর সকল Common sense/আকলধারী মানুষ একবাক্যে বলবে–

- প্রথমটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।
- দ্বিতীয়টি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাই তাফসীরের মূলনীতির ভিত্তিতে সহজেই বলা যায়, সুরা আল ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হলো– নিষ্পাপ ফেরেশতা ছাড়া লওহে মাহফুজের কুরআন কেউ স্পর্শ করতে বা ধরতে পারে না।

চলুন, এখন দেখা যাক আয়াতটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিখ্যাত তাফসীরকারকগণ কী বলেছেন–

১. ইবনে কাসীর

বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে কাসীর রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আয়াতটির অনুবাদ লিখেছেন–

ক. যারা পূত-পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। অর্থাৎ শুধু ফেরেশতারা এটা স্পর্শ করে থাকেন। তাহলে ইবনে কাসীর রহ. আয়াতটির مُطَهَّرُوْنَ শব্দের অর্থ নিষ্পাপ ফেরেশতা বলেছেন।[২]

খ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন– এটি এমন কিতাব যা আসমানে সংরক্ষিত আছে।[৩]

২. মাআরেফুল কুরআন

মুফতি শফি রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থ মাআরেফুল কুরআনে আয়াতটির তাফসীরে লিখেছেন–

বিপুল সংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাফসীরকারকের মতে সুরা আল ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতে مُطَهَّرُوْنَ বলতে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। যারা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ীর মতে আয়াতে থাকা مُطَهَّرُوْنَ শব্দের অর্থ নিষ্পাপ ফেরেশতা।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক মনে করেন কুরআনের ঐ বক্তব্য মানুষের জন্যও প্রযোজ্য হবে এবং পবিত্র বলতে তাদের বুঝানো হয়েছে যারা 'হদসে আকবর' (যে অবস্থা থেকে পবিত্র হতে গোসল করা লাগে) ও 'হদসে আসগর' (ওজু করলে যে অবস্থা হতে পবিত্র হওয়া যায়) থেকে পবিত্র।[৪]

৩. আশরাফ আলী থানবী রহ.

আশরাফ আলী থানবী রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আয়াতটির مُطَهَّرُوْنَ শব্দের অর্থ মূলত নিষ্পাপ ফেরেশতা বলেছেন।

৪. তাফহীমুল কুরআন

সাইয়েদ আবুল আ'লা রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আয়াতটির তাফসীরে লিখেছেন– এ আয়াতে مُطَهَّرُوْنَ শব্দ ফেরেশতাদের বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যারা সর্বপ্রকার অপবিত্র আবেগ-ভাবধারা ও লালসা-বাসনা থেকে পবিত্র'। অর্থাৎ তিনিও مُطَهَّرُوْنَ অর্থ নিষ্পাপ বলেছেন।[৫]

---

২. ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, খ. ৭, পৃ. ৫৪৪।

৩. ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, খ. ৭, পৃ. ৫৪৪।

৪. মুফতি মুহাম্মাদ শফি, *মাআরেফুল কুরআন* (১ম সংস্করণ, ইফাবা), খ. ৮, পৃ. ৩০।

৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা, *তাফহীমুল কুরআন (অনু.)*, (১ম সংস্করণ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ), খ. ১৭, পৃ. ১২৫-১২৯।

সুতরাং 'নিষ্পাপ ফেরেশতা ছাড়া লওহে মাহফুজের কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারে না'– সুরা আল ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের এ ব্যাখ্যার পক্ষে আছে–

১. শানে নুযুল।
২. আগের দুটো আয়াতের বক্তব্য।
৩. পরের দুটি আয়াতের বক্তব্য।
৪. একই বিষয়ে অন্যান্য আয়াতের বক্তব্য।
৫. বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য।
৬. বিপুল সংখ্যক তাবেয়ীর বক্তব্য।

আর 'ওজু গোসল করে পবিত্র হওয়া ব্যক্তিরা ছাড়া পৃথিবীর কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারে না'– আয়াতটির এ ব্যাখ্যার পক্ষে আছে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক।

তাই নিশ্চয়তা সহকারেই বলা যায় সুরা আল ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে 'ওজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ পৃথিবীর কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না' বলার অর্থ হলো–

১. শানে নুযুল,
২. আগের ও পরের আয়াতের বক্তব্য,
৩. অন্যান্য আয়াতের বক্তব্য,
৪. বিপুল সংখ্যক সাহাবীর বক্তব্য,
৫. বিপুল সংখ্যক তাবেয়ীর বক্তব্য,
৬. বিপুল সংখ্যক তাফসীরকারকের বক্তব্যকে

অস্বীকার করে কিছু সংখ্যক তাফসীরকারকের বক্তব্যকে মেনে নেওয়া। এটি ইসলামে কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

♣♣ আল কুরআনের উল্লিখিত আয়াতগুলোর ভিত্তিতে যে কথাগুলো নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হলো–

১. সালাত শুরু করার আগে ওজু বা গোসল করার আদেশ আল কুরআন প্রত্যক্ষ ও বিস্তারিতভাবে দিয়েছে।
২. কুরআন পড়া শুরু করার আগে আয়ুজু বিল্লাহ পড়ার আদেশ আল কুরআন প্রত্যক্ষভাবে দিয়েছে।
৩. কুরআন ধরা, স্পর্শ করা বা পড়ার আগে ওজু বা গোসল করার উপদেশও কুরআন দেয়নি।

তাই সহজে বলা যায়– কুরআন স্পর্শ করার আগে ওজু বা গোসল করতে হবে কথাটার দলিল হিসেবে সুরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতকে উল্লেখ করা মোটেই সঠিক নয়।

এই অতীব সত্য কথাটি মুফতি শফী রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন– যেহেতু বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী মতভেদ করেছেন, তাই অনেক তাফসীরকারক অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কুরআনের আয়াতকে (সুরা আল ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াত) দলিল হিসেবে পেশ করেন না। তারা এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। (সে হাদীসগুলোয় কী তথ্য আছে তা ব্যাখ্যাসহ পরে আসছে।)

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দিয়ে যাচাই করে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না যায় তবে তা হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

আমরা দেখলাম আলোচ্য বিষয়ে কুরআনে কোনো তথ্য নেই। তাই আমাদেরকে এখন অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা সম্পর্কিত ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense/আকলের রায়) হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে হাদীস

যেকোনো বিষয়ে হাদীসের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসার মূলনীতিসমূহ হবে–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।

২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

৩. হাদীস সঠিক Common sense (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।

৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

এ মূলনীতিসমূহ মনে রেখে চলুন এখন আলোচ্য বিষয়ে উপস্থিত থাকা হাদীস পর্যালোচনা করা যাক।

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ.....

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ.

ইমাম মুসলিম রহ. ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তিদ্বয় ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী ও আবূ আররবী' আয-যুহরানী থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. পায়খানা থেকে বের হলেন। অতঃপর খাবার আনা হলো। তারপর লোকজন তাঁকে ওজুর কথা স্মরণ করালো। তখন তিনি বললেন– আমি কি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করছি যে, ওজু করব?

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮৫৩।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رحمه الله في سننه حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ..... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا : أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ.

ইমাম তিরমিজী রহ. ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমাদ বিন মানী' থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবনে আব্বাস রা. বলেন একদা রসুল স. শৌচাগার থেকে বের হয়ে আসলে তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত করা হলো। তখন লোকেরা বলল– আমরা কি আপনার জন্য ওজুর পানি আনবো না? তিনি বললেন– আমি আদিষ্ট হয়েছি ওজু করতে শুধু যখন সালাতে দাঁড়াবো (সালাতে দাড়াবার আগে)।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৮৪৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস দুটিতে রসুল স. ওজু কথাটা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সাহাবাগণের ধারণা ছিল খাওয়ার আগে ওজু করা লাগে। তাই শৌচাগার থেকে বের হয়ে রসুল স. যখন খেতে বসছিলেন তখন সাহাবায়ে কেরামগণ ওজুর জন্য পানি আনবে কি না প্রশ্নটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামগণের ঐ প্রশ্নের উত্তরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি সহজেই বলতে পারতেন– খাওয়ার আগে ওজু করার দরকার নেই। কিন্তু এ কথাটি না বলে উভয় হাদীসে যে উত্তরটি তিনি দিয়েছেন তার শিক্ষা হলো– তাঁকে শুধু সালাতে দাড়াবার আগে ওজু করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসটিতে কথাটি তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন।

অর্থাৎ রসুল স. নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনের মাধ্যমে তাকে সালাত আরম্ভ করার আগে ওজু করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগে ওজু করার আদেশ দেওয়া হয়নি। এই অন্য কাজের মধ্যে যেমন পড়বে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, চাকরি-বাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, সিয়াম রাখা, যিকির করা, দুয়া করা, কুরআন দেখে পড়া, কুরআন মুখস্থ পড়া ইত্যাদি। তেমনই তার মধ্যে পড়বে কুরআন ধরা বা স্পর্শ করা।

তাই হাদীস দুটির বক্তব্য থেকে সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়–

১. সালাত শুরু করার আগে আল্লাহ তা'য়ালা (কুরআন) ওজু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. কুরআন দেখে পড়া, মুখস্থ পড়া, ধরা বা স্পর্শ করার আগে ওজু করার নির্দেশ আল্লাহ তা'য়ালা দেননি তথা কুরআন দেয়নি।

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি সালাত শুরুর আগে ওজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়ার জন্য আল কুরআনের দুটো সুরায় (নিসা ও মায়েদা) সরাসরি ও বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআন দেখে পড়া, মুখস্থ পড়া, ধরা, স্পর্শ করা বা অন্য কোনো কাজ করার আগে ওজু বা গোসল করতে হবে এমন কথা কুরআনে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করা হয়নি।

তাই ওজু ছাড়া কুরআন দেখে পড়া, মুখস্থ পড়া, ধরা বা স্পর্শ করার বিষয়ে–

১. হাদীস দুটি সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস।

২. হাদীসগ্রন্থের নীতিমালা অনুযায়ী, হাদীস দুটির বিরোধী বক্তব্য ধারণকারী সকল হাদীসকে এ হাদীস দুটি রহিত করে দেবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله في صحيحه حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . . . . . أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ " وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাইল থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তিনি তাঁর খালা, রসুল স.-এর স্ত্রী, মায়মুনা রা.-এর ঘরে এক রাত কাটান। তিনি বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি এবং রসুল স. ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বি শুইলেন। রসুল স. অর্ধরাত বা তার কিছু কম-বেশি সময় ঘুমালেন। তারপর ঘুম থেকে উঠে হাত দিয়ে চোখ মুখ মলতে মলতে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি সুরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত মশকের কাছে গিয়ে উত্তমরূপে ওজু করলেন। এরপর সালাত পড়তে দাঁড়ালেন। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আমিও উঠে গিয়ে তাঁর মতো করলাম। তারপর তাঁর (বাম) দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার ওপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে একটু নাড়া দিয়ে ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। অতঃপর তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দুই রাক'আত, তারপর দুই রাক'আত, তারপর দুই রাক'আত, তারপর দুই রাক'আত, তারপর দুই রাক'আত, তারপর বিতর আদায় করলেন। অতঃপর শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর কাছে মুয়ায্যিন এলে তিনি দাঁড়িয়ে হাল্কাভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৮১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এটি একটি ফে'য়েলী হাদীস। অর্থাৎ রসুল স.-এর বাস্তব কাজের মাধ্যমে জানা যায় এমন হাদীস। এ ফে'য়লী হাদীসটির শিক্ষা হলো– কুরআন পড়ার আগে ওজুর প্রয়োজন নেই তবে সালাতের আগে ওজু করতে হবে। হাদীসটির শিক্ষাও কুরআনের শিক্ষার সম্পূরক। তাই এ হাদীসটিও অত্যন্ত শক্তিশালী হাদীস।

হাদীসটির শিক্ষা হলো, কুরআন পড়ার আগে ওজু লাগবে না। তাই হাদীসটির ভিত্তিতে Common sense/আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআন ধরার আগে ওজু করা অবশ্যই লাগবে না।

হাদীস-৪

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ... ...عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَا وَرَجُلاَنِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ

فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلاَ يَحْجُزُهُ وَرُبَّمَا قَالَ يَحْجُبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

আলী রা. বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবদুল্লাহ বিন সালামাহ রহ. বলেন, আমি ও (অপর) দুইজন লোক আলী রা.-এর কাছে আসলাম। অতঃপর তিনি বললেন– রসুলুল্লাহ স. হাজত সম্পন্ন (পেশাব/পায়খানা) করে বের হতেন। অতঃপর কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। আর তাঁকে জানাবাত ছাড়া কুরআন থেকে কোনো কিছুই বাধা দিতে পারেনি।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৪৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : জানাবাত হলো অপবিত্রতার একটি অবস্থা। এটি সেই অবস্থা যা থেকে পবিত্র হতে গেলে গোসল করা লাগে। তাই জানাবাত ছাড়া অন্য কিছু কথাটার অর্থ স্বাভাবিকভাবে যেটি হয় তা হলো– অপবিত্রতার অন্য অবস্থা তথা বে-ওজু অবস্থা। আর কুরআন থেকে বিরত থাকার অর্থ হলো– কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা, স্পর্শ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

হাদীসটি থেকে তাই জানা যায়–

১. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা ও স্পর্শ করা নিষেধ।
২. বে-ওজু অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা ও স্পর্শ করা নিষেধ নয়।

কুরআন থেকে বিরত রাখার বিষয়গুলোর মধ্যে পড়া ও পড়ানোর সাথে ধরা বা স্পর্শ করা বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হবে তা **অন্য একটি উপায়েও জানা যায়**। ইসলামী জীবনবিধানে যে কাজ করা নিষিদ্ধ তার সহায়তাকারী সকল কাজও নিষিদ্ধ। যেমন– মদ খাওয়া নিষিদ্ধ, তাই মদ উৎপাদন, বিক্রি করা, কেনা ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ। কুরআন ধরা ও স্পর্শ করা কাজটি কুরআন পড়া কাজটিকে ভীষণভাবে সহায়তা করে। কারণ, হাফিজ ছাড়া সবাইকে কুরআন ধরে পড়তে হয়।

তাই এ দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতেও আলোচ্য হাদীসটির আলোকে জানা যায়–

১. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা ও স্পর্শ করা নিষেধ।

২. বে-ওজু অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা ও স্পর্শ করা নিষেধ নয়।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، أَنَّ أُمَّهُ، حَدَّثَتْهُ ... ... أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

ইমাম বুখারী রহ. আয়িশা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ নুয়াইম রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আয়িশা রা. বলেন, রসুল স. আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন। আর তখন আমি হায়েযের অবস্থায় ছিলাম।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৯৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আয়িশা রা. ঋতুবর্তী অবস্থায় রসুল স.-এর মুখ থেকে কুরআন পড়া শুনেছেন। আর রসুল স. তা নিষেধ করেননি। সুতরাং হাদীসটি থেকে সহজে বুঝা যায় যে–

১. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা ও স্পর্শ করা নিষেধ।
২. বে-ওজু অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা ও স্পর্শ করা নিষেধ নয়।

হাদীস ৫টির সম্মিলিত শিক্ষা

উল্লিখিত হাদীস ৫টি থেকে ওজু ও গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে যে বিষয়গুলো জানা যায় তা হলো–

১. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া, পড়ানো, শোনা, ধরা ও স্পর্শ করা জায়েয।
২. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা ও স্পর্শ করা নাযায়েজ বা নিষিদ্ধ। কিন্তু শোনা যাবে।

১ ও ২ নং তথ্যের হাদীস দুটি আলোচ্য বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস। কারণ, হাদীস দুটির তথ্য আর ঐ বিষয়ে কুরআনের সার্বিক তথ্য অভিন্ন।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْمُوطَأِ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ .....

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

ইমাম মালিক রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আবী বকর রহ.-এর বর্ণনা সনদের দ্বিতীয় ব্যক্তি ইয়াহইয়া রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আল মুআত্তা' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন আবী বকর রহ. বলেন, আমর ইবনে হাজম রা.-এর কাছে রসুল স. যে সকল লিখিত বিধি-বিধান পাঠিয়েছিলেন তাতে একটি হুকুম এই ছিল যে- 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না'।

- আল-মুআত্তা, হাদীস নং-৪৭৩।
- ইমাম আবু দাউদ হাদীসটিকে মুরসাল (সাহাবীর নাম বাদ পড়া হাদীস) বলেছেন। তবে তিনি এটিও বলেছেন যে, হাদীসটি সহীহ নয়।[৬]

হাদীসটির পর্যালোচনা : এটিই সে হাদীস যেটি সুরা আল ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের পর বে-ওজু অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা হারাম, নাযায়েজ বা মহাপাপ কথাটি চালু হওয়ার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছে। তাই হাদীসটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার।

হাদীস ব্যাখ্যা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে হাদীস সম্পর্কিত যে চিরসত্য কথাগুলো আগে জানতে ও বুঝতে হবে, তা হলো–

১. কোনো নির্ভুল হাদীসের বক্তব্য বা ব্যাখ্যা কুরআনের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্যের কখনও বিপরীত হবে না।
২. হাদীস থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে ঐ বিষয়ের সকল সহীহ হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে।
৩. শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য থেকে অগ্রাধিকার পাবে।
৪. সুনির্দিষ্ট (Specific/خاص) বক্তব্যসম্বলিত হাদীস অনির্দিষ্ট (Non-Specifc/عام) বক্তব্যসম্বলিত হাদীসের ওপর অগ্রাধিকার পাবে।

৬. তুহফাতুল আশরাফ বিমা'রিফাতিল আতরাফ, খ. ১৩, পৃ. ৪২৭।

৫. একটি হাদীস আর একটি হাদীসকে রহিত করতে পারে তবে রহিতকারী হাদীসটিকে অবশ্যই রহিত হওয়া হাদীসটি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হতে হবে।
৬. মুরসাল (যে হাদীসে সাহাবীর নাম নেই) হাদীস দিয়ে ইসলামের কোনো বিধান বানানো নিষেধ।

এখন চলুন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে দেখা যাক, আলোচ্য হাদীসটি রসুল স.-এর কথা হতে পারে কি না–

দৃষ্টিকোণ-১ : রসুল স.-এর ইসলামের বিধান জানানোর সাধারণ নিয়মের বরখেলাপের দৃষ্টিকোণ

ইসলামের বিধান জানানোর ব্যাপারে রসুল স.-এর সাধারণ নিয়ম ছিল সাহাবায়ে কিরামের জমায়েতে তা ঘোষণা করা। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল অধিক সংখ্যক সাহাবীকে বিধানটিকে সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনানো। আর স্বাভাবিকভাবেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সাহাবায়ে কিরামের অধিক বড়ো জমায়েতে তিনি উপস্থাপন করতেন।

আলোচ্য হাদীসটি, কুরআন ও সুন্নাহ ঘোষিত মুসলিমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল (কুরআনের জ্ঞানার্জন করা) পালন করার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা এবং রসুল স.-এর অন্যান্য বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী। এটি মানুষকে জানানোর রসুল স.-এর স্বাভাবিক পদ্ধতি হওয়ার কথা ছিল সাহাবায়ে কিরামের বিরাট জমায়েতে ঘোষণা করা। যাতে অসংখ্য সাহাবী বিধানটি সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনতে পায়। অর্থাৎ হাদীসটি মুতাওয়াতির সহীহ তথা সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীস পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু দেখা যায়, রসুল স. তাঁর স্বাভাবিক নিয়মের বরখেলাপ করে হাদীসটি জানিয়েছেন দূরে থাকা একজন সাহাবীকে চিঠির মাধ্যমে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা সবাই বলবেন– হাদীসটি মানুষকে জানানোর পদ্ধতিটি রসুল স.-এর মানুষকে হাদীস জানানোর স্বাভাবিক পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি রসুল স.-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

দৃষ্টিকোণ-২ : সাহাবীগণের বর্ণনা না করার দৃষ্টিকোণ

বিধানটি রসুল স. আমর বিন হাজম রা.-এর কাছে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। রসুল স. নিজে লিখতে পারতেন না। তাই নিশ্চয় তিনি অন্য একজন সাহাবী দিয়ে চিঠিটা লিখিয়েছিলেন। অর্থাৎ কমপক্ষে দুই জন

সাহাবী (যিনি লিখেছিলেন এবং যার কাছে লেখা হয়েছিল) অবশ্যই হাদীসটা জানতেন। আর বক্তব্যটা লেখা ছিল। তাই ঐ বক্তব্যকে রসুল স.-এর বক্তব্য এবং তাতে কোনো কম-বেশি না হওয়ার ব্যাপারে ঐ দুই জন সাহাবীর কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, হাদীসটি ঐ দুই জন সাহাবীর কেউই বর্ণনা করেননি। বর্ণনা করেছেন সাহাবায়ে কিরামের ৩ প্রজন্মের (Generation) পরের এক ব্যক্তি।

এমন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান যদি রসুল স.-এর লেখা কোনো চিঠিতে থাকতো তবে সেই চিঠি লেখা বা পড়া সত্ত্বেও দুইজন সাহাবীর কেউ তা প্রকাশ করলেন না, এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও হাদীসটি রসুল স.-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

দৃষ্টিকোণ-৩ : হাদীসটির ব্যাপারে মনীষীদের বক্তব্য

১. ইমাম আব্দুল মালেক (মুয়াত্তা) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
২. মুহাদ্দিস আবু দাউদ হাদীসটিকে মুরছাল ও সহীহ নয় বলেছেন।
৩. বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে কাসীর বলেছেন– 'রেওয়ায়েতটির বহু সনদ রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন'। ইবনে কাসীর রহ.-এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, হাদীসটির সবগুলো বর্ণনাই সন্দেহজনক।

তাই অন্তত তিনজন মনীষীর মতে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

তর্কের খাতিরে সহীহ ধরা হলেও হাদীসটির যে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না ও হবে–

হাদীসটি পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে অনির্দিষ্ট (عام)। তাই এ থেকে দুই ধরনের বিধান বের করা যেতে পারে–

ক. ওজু না থাকা ব্যক্তির কুরআন ধরা বা স্পর্শ করা নিষেধ।
খ. গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তির কুরআন ধরা বা স্পর্শ করা নিষেধ।

চলুন আমরা পর্যালোচনা করি দুটি বিধানের কোনটি ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারে আর কোনটি হতে পারে না–

ক. ওজু না থাকা ব্যক্তির কুরআন ধরা বা স্পর্শ করা নিষেধ

১. কুরআনে এ বিধানটির পক্ষে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা ইঙ্গিতেও কোনো বক্তব্য নেই।
২. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী পরোক্ষভাবে কুরআন বিরোধী।

৩. ১.১, ১.২ ও ২নং হাদীস তিনটার বিরোধী।

৪. বর্তমান হাদীসটি বিধানটিকে সমর্থন করে। কিন্তু ১.১, ১.২ ও ২নং হাদীস তিনটি এ হাদীসটির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ায় আলোচ্য হাদীসটির ব্যাখ্যার এ অংশকে রহিত করে দেবে।

আর ১ ও ২নং হাদীস দুটি অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ার কারণ–

- ১.১, ১.২ ও ২নং হাদীস তিনটির বক্তব্য কুরআনের তথ্যের অনুরূপ।
- ১.১, ১.২ ও ২নং হাদীস তিনটিতে স্পর্শ করা কথাটি পরোক্ষভাবে আসলেও ওজু কথাটি প্রত্যক্ষভাবে এসেছে।
- বর্তমান হাদীসটি পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে অনির্দিষ্ট।

তাই এ বিধানটি কোনোভাবেই ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

খ. গোসল ফরজ থাকা ব্যক্তির কুরআন ধরা বা স্পর্শ করা নিষেধ

১. Common sense/আকলসম্মত। কারণ– এ বিধান অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শের ব্যাপারে অন্য গ্রন্থ ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখে।

২. কুরআন বিরোধী নয়। কারণ, কুরআনে এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই।

৩. ৪ ও ৫ নং হাদীস দুটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বিধানের পক্ষে।

৪. বর্তমান হাদীসটিও এর পক্ষে। কারণ, অপবিত্র কথাটার মধ্যে গোসল ফরজ অবস্থাটাও অন্তর্ভুক্ত।

তাই এ বিধানটি ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে।

কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দিয়ে যাচাই করে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না যায় তবে তা হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

আমরা দেখলাম আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense/আকলের রায়) হাদীস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করে। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা উভয়টি বৈধ।
২. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা উভয়টি নিষিদ্ধ (তবে এটি কোনো মৌলিক নিষেধাজ্ঞা নয়)।
৩. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন শোনা বৈধ।

অমুসলিমদের কুরআন পড়তে পারা বা পড়তে দেওয়ার বিষয়ে ইসলাম

প্রচলিত ধারণা হলো অমুসলিমদের কুরআন পড়া বা তাদের হাতে পড়ার জন্য কুরআন তুলে দেওয়া নিষেধ। চলুন এখন এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক।

Common sense

অবস্থা-১

❑ অমুসলিম ব্যক্তিকর্তৃক কুরআনের অমর্যাদা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বিধান

যদি বোঝা যায় কোনো অমুসলিম হাতে পেলে কুরআনকে অমর্যাদা করতে পারে তবে Common sense/আকলের ভিত্তিতে অতি সহজ বলা যায়– সকল মু'মিনের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে তাকে কুরআন ধরা থেকে দূরে রাখার জন্য।

অবস্থা-২

❑ অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে বিধান

ইসলাম চায় সকল অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে এসে দুনিয়া ও পরকালে সফলকাম হোক। অন্যদিকে ইসলামের ছায়াতলে আসতে হলে অমুসলিম ব্যক্তিকে প্রথমে জানার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে। কাউকে ইসলাম জানানো ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার সর্বোত্তম উপায় হলো তাকে কুরআন পড়তে দেওয়া। কারণ, কুরআনই হলো পৃথিবীতে থাকা ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র নির্ভুল উৎস। আর কুরআনের বিশেষ একটি মুজেজা হলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে মানুষ অভিভূত, মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়। তাইতো মক্কার কাফিররা, রসুল স.-এর কুরআন পাঠ যাতে মানুষ শুনতে না পারে তার জন্য সবধরনের ব্যবস্থা নিতো।

অন্যদিকে, কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেনি। আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠিয়েছেন। আর নানা কারণে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তির কুরআন পড়ার সুযোগ পাওয়া দুরূহ বিষয়। তাই Common sense/আকল অনুযায়ী একজন অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের

জন্য কুরআন পড়তে চাইলে তার হাতে কুরআন তুলে দেওয়া একজন মুসলিমের জন্য শুধু উচিতই নয়, কর্তব্যও বটে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ .

আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জ্ঞান রাখে না।

(সুরা আত তাওবা/৯ : ৬)

ব্যাখ্যা : তারা জন্মের স্থানের কারণে কুরআনের জ্ঞান রাখে না। তাই আয়াতটির ভিত্তিতে Common sense/আকলের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কোনো অমুসলিম আগ্রহ করে পড়তে চাইলে তার হাতে কুরআন তুলে দেওয়া অবশ্যই যাবে।

তথ্য-২

কুরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সালাতের আগে ওজু-গোসল করার আদেশসহ অসংখ্য আমলের আদেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ 'হে যারা ঈমান এনেছ' বলে বক্তব্য শুরু করেছেন।

যেমন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ . . . . . .

হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নেবে তখন ধৌত করো তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত এবং মাসেহ করো তোমাদের মাথা ও দুই পা গোড়ালী পর্যন্ত। আর যদি তোমরা (সহবাসজনিত কারণে) অপবিত্র অবস্থায় থাকো তবে (গোসল করে) পবিত্র (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) হবে। ... ...

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৬)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ....

হে যারা ঈমান এনেছ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো এবং যদি তোমরা পথচারী না হও তবে অপবিত্র (গোসল ফরজ) অবস্থাতে যতক্ষণ না তোমরা গোসল করো।... ... ... (সুরা আন নিসা/৪ : ৪৩)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ সচেতন মানুষ হতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৩)

কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হলো– ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল 'কুরআন পড়ার' আদেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ 'হে যারা ঈমান এনেছ' বলে বক্তব্য শুরু করেননি। তিনি শুরু করেছেন এভাবে–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ .

পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

(সুরা আল 'আলাক/৯৬ : ১)

পর্যালোচনা : কুরআনের আদেশ উপস্থাপন পদ্ধতির এ পার্থক্য থেকে ধারণা করা যায় যে– মহান আল্লাহ কুরআন পড়া শুরু করার ব্যাপারে ঈমান আনা তথা মানসিক পবিত্রতার পূর্বশর্ত রাখতে চাননি। আর ইসলামের ধর্মীয় বিধান অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই অমুসলিমরা জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন ধরে পড়া বা জ্ঞানার্জনের জন্য তাদের হাতে কুরআন তুলে দেওয়া, কুরআন অনুযায়ী নিষেধ না হওয়ার কথা।

আল হাদীস

হাদীস-১

সহীহ হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রসুল স. রোমের বাদশাহ্ কাইজার হেরাক্লিয়াসকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাতে কুরআন মাজিদের এ আয়াতটি লেখা ছিল[৭]–

৭. বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদিস নং ৭।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

তুমি বলো, হে আহলে কিতাব! এসো এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন, (তা হলো) আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব না করি, কোনো কিছুকেই তাঁর শরিক না করি এবং আল্লাহকে ছাড়া আমাদের একজন যেন অন্যজনকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : হেরাক্লিয়াসকে চিঠিটা ধরে পড়ার জন্যে রসুল স. দিয়েছিলেন। অন্যান্য কাফের বা মুশরিক নেতার কাছেও রসুল স. কুরআনের আয়াত লেখা চিঠি দিয়েছেন।

তাই রসুল স.-এর ফে'য়লী হাদীস থেকে জানা যায়– কাফের বা মুশরিকদের অর্থাৎ মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র ব্যক্তিদের হাতে কুরআন ধরে পড়ার জন্য তুলে দেওয়া নিষেধ নয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ ..... عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ. فَقُلْتُ لَهُ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি আইয়াশ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমার সঙ্গে রসুলুল্লাহের স. সাক্ষাৎ হলো। আমি তখন বীর্যপাতের দরুন নাপাক ছিলাম। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তাঁর সাথে চলতে থাকলাম যে পর্যন্ত না তিনি বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং ঠিকানায় এসে গোসল করলাম। এরপর আবারও তাঁর কাছে গেলাম। আর তখনও তিনি সেখানে বসে ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে আবু হুরায়রা? আমি তাঁকে ব্যাপারটা

বললাম। তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, সুবহানাল্লাহ, হে আবূ হুরাইরা! নিশ্চয় মু'মিন অপবিত্র (নাজাস) হয় না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৮১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : বীর্যপাতের দরুন আবু হুরায়রা রা. বড়ো অপবিত্রতার অবস্থায় ছিলেন। তাই রসুল স. হাত ধরাতে তিনি অস্বস্তিবোধ করছিলেন। এ কারণে সুযোগ মতো সরে পড়ে আবু হুরায়রা রা. গোসল করে আসেন। কারণ, তিনি জানতেন বড়ো অপবিত্রতার অবস্থায় গোসল না করলে পাক-পবিত্র হওয়া যায় না। ব্যাপারটা জানতে পেরে রসুল স. বললেন, মু'মিন অপবিত্র (নাজাস) হয় না। মু'মিন শারীরিক দিক দিয়ে অবশ্যই অপবিত্র হয়। তাই রসুল স. এখানে বলেছেন– মু'মিন মানসিক অর্থাৎ বিশ্বাসগত দিক দিয়ে অপবিত্র হয় না।

রসুল স.-এর এ কথাটি আল কুরআনের সুরা আত তাওবার ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বলা চলে। সেখানে আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ.

মুশরিক লোকেরা অপবিত্র।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন মুশরিকরা মানসিক দিক দিয়ে সকল সময় অপবিত্র।

তাই আলোচ্য হাদীস এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়–

১. মু'মিন শারীরিক দিক দিয়ে অপবিত্র হলেও মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র থাকে।
২. কাফির ও মুশরিক ওজু বা গোসল করলেও মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র থাকে।

ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে শিক্ষা

ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটাকে অনেকেই বে-ওজু অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ কথাটার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন। তাই ঘটনাটা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা দরকার। আর সে আলোচনা থেকে সহজে বোঝা যাবে ঘটনাটা 'ওজু ছাড়া অমুসলিম বা মুসলিমদের কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ' কথাটার বিপক্ষে না পক্ষে।

ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করার আগে যে তথ্যগুলো জানা দরকার তা হলো–

১. ঘটনাটি কোনো হাদীস নয়, একটা ঘটনামাত্র।
২. ইসলামের সকল বিধানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense/আকল।
৩. কোনো ঘটনা বা তার ব্যাখ্যা যদি কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের কোনো বক্তব্যের বিরোধী হয়, তবে সে ঘটনা বা বাখ্যার ইসলামে কোনো মূল্য নেই।

তাই ওমরের রা. ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যাখ্যা করে যদি অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া বা স্পর্শ করার ব্যাপারে কোনো তথ্য বের করা হয় এবং তা যদি ইসলামী জীবনবিধানে গ্রহণযোগ্য হতে হয়, তবে সে তথ্যকে অবশ্যই কুরআন ও নির্ভুল হাদীসের ঐ বিষয়ের তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা কোনো হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। তবে এ ঘটনাটি অপবিত্র অবস্থায় কুরআন ধরা বা স্পর্শ করা নিষেধ কথাটির দলিল হিসেবে অনেক মুসলিম জানেন ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তাই ঘটনাটি এবং তা থেকে কুরআন ধরা ও পড়ার বিষয়ে কী শিক্ষা পাওয়া যায় তা এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হলো। সিরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ থাকা ঘটনাটি নিম্নরূপ–

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَكَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ فِيمَا بَلَغَنِي أَنَّ أُخْتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْخَطَّابِ، وَكَانَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ بَعْلُهَا

سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمَا مُسْتَخْفِيَانِ بِإِسْلَامِهِمَا مِنْ عُمَرَ، وَكَانَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّحَّامُ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَدْ أَسْلَمَ، وَكَانَ أَيْضًا يَسْتَخْفِي بِإِسْلَامِهِ فَرَقًا مِنْ قَوْمِهِ، وَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ يَخْتَلِفُ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْخَطَّابِ يُقْرِئُهَا الْقُرْآنَ، فَخَرَجَ عُمَرُ يَوْمًا مُتَوَشِّحًا سَيْفَهُ يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَهْطًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ ذُكِرُوا لَهُ أَنَّهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا فِي بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا، وَهُمْ قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَمُّهُ حَمْزَةُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ الصِّدِّيقُ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فِي رِجَالٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، مِمَّنْ كَانَ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ، وَلَمْ يَخْرُجْ فِيمَنْ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ. فَلَقِيَهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا عُمَرُ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ مُحَمَّدًا هَذَا الصَّابِئَ، الَّذِي فَرَّقَ أَمْرَ قُرَيْشٍ، وَسَفَّهَ أَحْلَامَهَا، وَعَابَ دِينَهَا، وَسَبَّ آلِهَتَهَا، فَأَقْتُلَهُ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: وَاَللهِ لَقَدْ غَرَّتْكَ نَفْسُكَ مِنْ نَفْسِكَ يَا عُمَرُ، أَتَرَى بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ تَارِكِيكَ تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ قَتَلْتَ مُحَمَّدًا! أَفَلَا تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ بَيْتِكَ فَتُقِيمَ أَمْرَهُمْ؟ قَالَ: وَأَيُّ أَهْلِ بَيْتِي؟ قَالَ: خَتَنُكَ وَابْنُ عَمِّكَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو، وَأُخْتُكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ، فَقَدْ وَاللهِ أَسْلَمَا، وَتَابَعَا مُحَمَّدًا عَلَى دِينِهِ، فَعَلَيْكَ بِهِمَا، قَالَ: فَرَجَعَ عُمَرُ عَامِدًا إِلَى أُخْتِهِ وَخَتَنِهِ، وَعِنْدَهُمَا خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ مَعَهُ صَحِيفَةٌ، فِيهَا: طه يُقْرِئُهُمَا إِيَّاهَا، فَلَمَّا سَمِعُوا حِسَّ عُمَرَ، تَغَيَّبَ خَبَّابٌ فِي مِخْدَعٍ لَهُمْ، أَوْ فِي بَعْضِ الْبَيْتِ، وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ الصَّحِيفَةَ فَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا، وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ حِينَ دَنَا إِلَى الْبَيْتِ قِرَاءَةَ خَبَّابٍ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: مَا هَذِهِ الْهَيْنَمَةُ الَّتِي سَمِعْتُ؟ قَالَا لَهُ: مَا سَمِعْتَ شَيْئًا، قَالَ: بَلَى وَاللهِ، لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكُمَا تَابَعْتُمَا

مُحَمَّدًا عَلَى دِينِهِ، وَبَطَشَ بِخَتَنِهِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ أُخْتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ لِتَكُفَّهُ عَنْ زَوْجِهَا، فَضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ وَخَتَنُهُ : نَعَمْ قَدْ أَسْلَمْنَا وَآمَنَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِأُخْتِهِ مِنَ الدَّمِ نَدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ، فَارْعَوى، وَقَالَ لِأُخْتِهِ : أَعْطِينِي هَذِهِ الصَّحِيفَةَ الَّتِي سَمِعْتُكُمْ تَقْرَءُونَ آنِفًا أَنْظُرْ مَا هَذَا الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ، وَكَانَ عُمَرُ كَاتِبًا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ : إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا، قَالَ : لَا تَخَافِي، وَحَلَفَ لَهَا بِآلِهَتِهِ لَيَرُدَّنَّهَا إِذَا قَرَأَهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، طَمِعَتْ فِي إِسْلَامِهِ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا أَخِي، إِنَّكَ نَجِسٌ، عَلَى شِرْكِكَ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ ، فَقَامَ عُمَرُ فَاغْتَسَلَ، فَأَعْطَتْهُ الصَّحِيفَةَ، وَفِيهَا : طه .فَقَرَأَهَا، فَلَمَّا قَرَأَ مِنْهَا صَدْرًا، قَالَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامَ وَأَكْرَمَهُ! فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ خَبَّابٌ خَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ : يَا عُمَرُ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ خَصَّكَ بِدَعْوَةِ نَبِيِّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ أَمْسِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَيِّدِ الْإِسْلَامَ بِأَبِي الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ ، أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَاللهَ اللهَ يَا عُمَرُ . فَقَالَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عُمَرُ : فَدُلَّنِي يَا خَبَّابُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى آتِيَهُ فَأُسْلِمَ، فَقَالَ لَهُ خَبَّابٌ :هُوَ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا ، مَعَهُ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَهُ فَتَوَشَّحَهُ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ، قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَظَرَ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ فَرَآهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فَزِعٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَقَالَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : فَأْذَنْ لَهُ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ خَيْرًا بَذَلْنَاهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ (جَاءَ) يُرِيدُ شَرًّا قَتَلْنَاهُ بِسَيْفِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ائْذَنْ لَهُ، فَأَذِنَ لَهُ الرَّجُلُ، وَنَهَضَ إِلَيْهِ رَسُولُ

اللهِ ﷺ حَتَّى لَقِيَهُ فِي الْحُجْرَةِ، فَأَخَذَ حُجْزَتَهُ ، أَوْ بِمَجْمَعِ رِدَائِهِ، ثُمَّ جَبَذَهُ (بِهِ) جَبْذَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا بن الخطّاب؟ فو الله مَا أَرَى أَنْ تَنْتَهِيَ حَتَّى يُنْزِلَ اللهُ بِكَ قَارِعَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُكَ لِأُومِنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، قَالَ : فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَكْبِيرَةً عَرَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ عُمَرَ قَدْ أَسْلَمَ . فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَانِهِمْ ، وَقَدْ عَزُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ حِينَ أَسْلَمَ عُمَرُ مَعَ إِسْلَامِ حَمْزَةَ، وَعَرَفُوا أَنَّهُمَا سَيَمْنَعَانِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَيَنْتَصِفُونَ بِهِمَا مِنْ عَدُوِّهِمْ . فَهَذَا حَدِيثُ الرُّوَاةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ إِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ أَسْلَمَ .

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, ওমরের বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ও তার স্বামী সাঈদ ইবনে যায়িদ তখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ব্যাপারটা তারা উভয়েই ওমরের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন। বনী আদী ইবনে কা'ব গোত্রের নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ নাহহামও গোত্রের লোকদের ভয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। তিনি ছিলেন ওমরেরই জাতিগোষ্ঠীভুক্ত। আরেকজন সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের কাছে মাঝে মাঝে তাকে কুরআন পড়াতে আসতেন। একদিন ওমর তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়েছেন রসুলুল্লাহ স. ও তার গুটিকয়েক সাহাবীর সন্ধানে। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, রসুলুল্লাহ স. তার চল্লিশজন নারী পুরুষ সাহাবীকে নিয়ে সাফা পর্বতের কাছে একটি বাড়িতে সমবেত হয়েছেন। সেখানে তার সাথে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা., আবূ বকর সিদ্দীক রা. ও আলী ইবনে আবূ তালিব রা.-সহ সেইসব মুসলমান ছিলেন যারা আবিসিনিয়া না গিয়ে মক্কাতেই রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে থেকে গিয়েছিলেন।

পথিমধ্যে ওমরের সাথে নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর দেখা হয়। নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ রা. ওমরের মুখোমুখি দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন– "কোথায় যাচ্ছ ওমর?" ওমর বললেন, "আমি ঐ বিধর্মী মুহাম্মাদের সন্ধানে যাচ্ছি, যে কুরাইশদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদেরকে বেকুফ সাব্যস্ত করেছে, তাদের ধর্মের নিন্দা করেছে এবং তাদের দেবদেবীকে গালি দিয়েছে। আমি

তাকে হত্যা করবো।" নাঈম তাকে বললেন, "ওমর, তুমি নিশ্চয় আত্মপ্রবঞ্চিত হয়েছো। তুমি কি মনে করো যে, মুহাম্মাদকে হত্যা করার পর বনু আবদে মানাফ তোমাকে ছেড়ে দেবে এবং তুমি অবাধে বিচরণ করতে পারবে? তুমি বরং নিজের ঘর সামলাও। ওমর বললেন, "কেন, আমার গোষ্ঠীর কে কী করেছে?" নাঈম বললেন, "তোমার ভগ্নিপতি ও চাচাতো ভাই সাঈদ ইবনে যায়িদ ইবনে আ'মর এবং তোমার বোন ফাতিমা। আল্লাহর শপথ, ওরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা মুহাম্মাদের ধর্মের অনুসরণ করে চলেছে। কাজেই পারলে আগে তাদেরকে সামলাও।" এ কথা শোনামাত্রই ওমর বোন ও ভগ্নিপতির গৃহ অভিমুখে ছুটলেন। তখন সেখানে খাব্বাব ইবনুল আরাতও উপস্থিত ছিলেন। তার কাছে পবিত্র কুরআনের অংশবিশেষ ছিল যা তিনি সাঈদ দম্পতিকে পড়াচ্ছিলেন। ঐ অংশে সুরা ত্বহা লেখা ছিল। তারা ওমরের আগমন টের পেলেন। খাব্বাব তৎক্ষণাৎ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আত্মগোপন করলেন। ফাতিমা কুরআন মাজিদের অংশটুকু লুকিয়ে ফেললেন। ওমর গৃহে প্রবেশের প্রাক্কালে শুনছিলেন যে, খাব্বাব কুরআন পড়ে তাদের দুজনকে শোনাচ্ছেন।

তিনি প্রবেশ করেই বললেন, "তোমরা কী যেন পড়ছিলে শুনলাম।" সাঈদ ও ফাতিমা উভয়ে বললেন, "আপনি কিছুই শোনেননি।" ওমর বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি শুনেছি, তোমরা মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছো এবং সেটাই অনুসরণ করে চলেছো"। এ কথা বলেই ভগ্নিপতি সাঈদকে একটা চড় দিলেন। ফাতিমা ওঠে এসে স্বামীকে তার প্রহার থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ওমর ফাতিমাকে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, তিনি আহত হলেন। ওমরের এই বেপরোয়া আচরণ দেখে তারা উভয়ে বললেন, "হ্যা, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনি যা খুশি করতে পারেন।" ওমর তার বোনের দেহে রক্ত দেখে নিজের এমন আচরণে অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর অনুশোচনার সুরে বোনকে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যে বইটা পড়ছিলে, সেটা আমাকে দাও তো। আমি একটু পড়ে দেখি মুহাম্মাদ কী বাণী প্রচার করে?" (এখানে উল্লেখ্য যে, ওমর লেখাপড়া জানতেন)। তার বোন বললেন, "আমাদের আশঙ্কা হয়, আপনি তা নষ্ট করে ফেলবেন।" ওমর দেবদেবীর শপথ করে বললেন, "তুমি ভয় পেয়ো না। আমি ওটা পড়ে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবো।" একথা শুনে বোনের মনে এই মর্মে আশার সঞ্চার হলো যে, তিনি হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবেন। তাই তিনি বললেন, 'ভাই! আপনি মুশরিক হওয়ার কারণে অপবিত্র। আর নিশ্চয় ইহা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না।'

ওমর তৎক্ষণাৎ গিয়ে গোসল করে আসলেন। ফাতিমা এবার সহীফা (কুরআন) দিলেন। খুলেই যে অংশটি তিনি দেখলেন তাতে ছিল সুরা ত্বহা। প্রথম থেকে কিছুটা পড়েই বললেন, "কতই না সুন্দর এ কথা এবং কতই না মর্যাদাপূর্ণ!" আড়াল থেকে এ কথা শুনে খাব্বাব বেরিয়ে এসে বললেন, "ওমর, আমার মনে হয়, আল্লাহ তাঁর নবীর দুয়া কবুল করে তোমাকে ইসলামের জন্য মনোনীত করেছেন। গতকাল তিনি দুয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আবূল হাকাম ইবনে হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো।' হে ওমর, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও!" ওমর তখন বললেন, "হে খাব্বাব, আমাকে মুহাম্মাদের সন্ধান দাও। আমি তার কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করি।" খাব্বাব বললেন, "তিনি সাফা পর্বতের কাছে একটা বাড়িতে কিছুসংখ্যক সাহাবীর সাথে অবস্থান করছেন।" ওমর তার তলোয়ার কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে রসুলুল্লাহ স. ও তার সাহাবীদের সন্ধানে চললেন। যথাস্থানে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। আওয়াজ শুনে একজন সাহাবী ওঠে এসে জানালা দিয়ে দেখলেন ওমর তরবারী হাতে দাঁড়িয়ে। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রসুল, ওমর দরজায় তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।" হামযা রা. বললেন, "তাকে আসতে দাও। যদি ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকে আমরা তাকে সহযোগিতা করবো, আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তার তরবারী দিয়েই তাকে হত্যা করবো।"

রসুলুল্লাহ স. বললেন, "তাকে আসতে দাও।" তিনি ওমরকে ভেতরে যেতে অনুমতি দিলেন। রসুলুল্লাহ স. ওঠে ওমরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কক্ষের ভেতরে তাকে সাক্ষাত দান করলেন। তিনি ওমরের পাজামার বাঁধনের জায়গা অথবা গলায় চাদরের দুই প্রান্ত যেখানে একত্রিত হয় সেখানে শক্তভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরলেন। তারপর বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র, কী উদ্দেশ্যে এসেছো? আল্লাহর শপথ! আল্লাহর তরফ থেকে তোমার ওপর কোনো কঠিন মুসিবত না আসা পর্যন্ত তুমি সংযত হবে বলে আমার মনে হয় না।" ওমর বললেন, "হে আল্লাহর রসুল! আমি আল্লাহ, তাঁর রসুল ও আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান আনার জন্যই এসেছি।" একথা শোনামাত্রই রসুলুল্লাহ স. এমন জোরে আল্লাহু আকবার বললেন যে, সাহাবীদের সবাই বুঝতে পারলো যে, ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছে। হামযার পরে ওমরের ইসলাম গ্রহণে রসুলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণের মনোবল বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেল। তারা নিশ্চিত হলেন যে, এই দুজন এখন রসুলুল্লাহ স.-এর প্রতি মুশরিকদের জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ করতে পারবেন এবং তারা সবাই ওদের দুজনের সহযোগিতায়

মুসলমানদের শত্রুদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। ইবনে ইসহাক বলেন– এটি হলো মদীনাবাসী বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে শোনা ওমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা।[৮]

ঘটনাটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

রাগান্বিত ও কাফির ওমর কুরআনের আয়াত লেখা কাগজটি পড়তে চাইলে তাঁর বোন ফাতেমা রা. তা দিতে সরাসরি অস্বীকার না করে বলেন– আমার ভয় হয় লেখাটি দিলে আপনি তা নষ্ট করে ফেলবেন (কুরআনের আয়াতকে অপমান করবেন)। পরে ফাতেমা রা. তাঁর ভাইকে কুরআনের আয়াত ধরে পড়তে দিয়েছিলেন। তবে তা দিয়েছিলেন এটি নিশ্চিত হওয়ার পর যে, কাফির ওমর কুরআনকে অপমান করবে না।

এ ঘটনা ঘটার সময় পর্যন্ত ওজু-গোসলের আয়াত নাযিল হয়নি। তাই ফাতিমা রা. যেমন ওজু-গোসলের ফরজ অবশ্যই জানতেন না, তেমনি ওমরও রা. ওজু-গোসলের ফরজ অবশ্যই জানতেন না। আর ওমর ঐ সময় কাফির (অমুসলিম) ছিল। তাই সহজে বলা যায়– ফাতেমা রা. কর্তৃক কাফির ওমরকে গোসল করে আসতে বলার উদ্দেশ্য ছিল ভাইকে পাক-পবিত্র করা নয় বরং ভাইয়ের রাগ কমানো।

তাই ওমর রা. এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে শিক্ষা হলো–

১. কোনো অমুসলিম কুরআনকে হাতে পেয়ে অপমান করতে পারে বলে মনে হলে প্রত্যেক মু'মিনকে চেষ্টা করতে হবে যেন সে কুরআন ধরতে না পারে।

২. আগ্রহ করে পড়তে চাইলে অমুসলিমদের কুরআন ধরতে বা পড়তে দেওয়া নিষিদ্ধ নয়।

৩. এ ঘটনা থেকে মুসলিমদের ওজু-গোসলের সাথে কুরআন ধরা বা পড়ার বিধান বের করার কোনো সুযোগ নেই।

♣♣ তাহলে দেখা যায়, অমুসলিমদের কুরআন পড়তে দেওয়ার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense/আকলের রায়) হাদীস ও ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

---

৮. আব্দুল মালিক ইবনি হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, (মিসর : মুস্তাফা বাব হালবী এন্ড সন্স প্রেস, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩৪৩-৩৪৬।

তাই ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী অমুসলিমদের কুরআন পড়তে দেওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. যদি বুঝা যায় কোনো অমুসলিম কুরআন হাতে পেলে অমর্যাদা করতে পারে তবে সকল মু'মিনকে সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে তাকে কুরআন ধরা থেকে দূরে রাখার জন্য।

২. একজন অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে তার হাতে কুরআন তুলে দেওয়া একজনের মুসলিমের জন্য শুধু উচিতই নয়, কর্তব্যও বটে।

ওজুসহ কুরআন ধরে পড়ার নেকী ও ওজু না থাকায় কুরআন ধরে পড়া থেকে বিরত থাকার গুনাহর মাত্রা

সকল সময় ওজু অবস্থায় থাকা একটি মুস্তাহাব কাজ। তাই ওজুসহ কুরআন ধরে পড়লে ওজুর সওয়াব যোগ হওয়ার কারণে সওয়াব বেশি হবে।

অন্যদিকে ইচ্ছা করছে এবং সময়ও আছে কিন্তু ওজু না থাকায় কুরআন ধরে পড়া থেকে বিরত থাকলে গুনাহ হবে। কারণ, কুরআন ধরে পড়ার জন্য ওজু কোনো শর্ত নয়। আর এ গুনাহর মাত্রা হবে টুপি না থাকার কারণে সালাত না পড়ার গুনাহর মাত্রার সমান। টুপি মাথায় দেওয়া সালাত কবুল হওয়ার কোনো বড়ো শর্ত নয়। তাই টুপি না থাকার কারণে সালাত না পড়লে কবীরা গুনাহ হয়।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

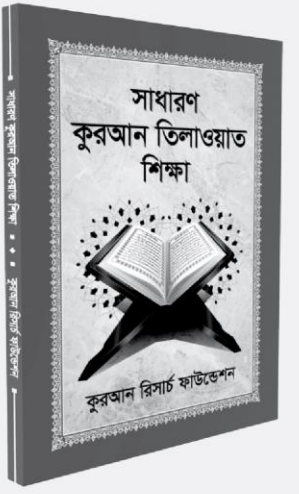

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বা পড়ার গুনাহর মাত্রা

'গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া বা স্পর্শ করা নিষেধ' কথাটা কুরআনে নেই কিন্তু হাদীসে আছে। তাই এটা ইসলামের বিষয়। কিন্তু এটা অমৌলিক বিষয়।

নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা হলো–

১. সমান গুরুত্ব ও পরিমাণের ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে কোনো গুনাহ হয় না। অর্থাৎ মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করার সময় প্রচণ্ড এবং অমৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করার সময় অল্প গুরুত্ব ও পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে গুনাহ হয় না।

২. কোনো রকম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া অর্থাৎ খুশি মনে বা ঘৃণা সহকারে একটি অমৌলিক আমলও কেউ না করলে কুফরীর গুনাহ হবে।

সুতরাং গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়লে বা স্পর্শ করলে–

১. গুনাহ হবে না যদি ছোটো গুরুত্বের ওজর ও অল্প পরিমাণের অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।

২. কোনো রকম ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া অর্থাৎ খুশি মনে বা ঘৃণা সহকারে তা করলে কুফরীর গুনাহ হবে।
যেমন– একজন ছাত্রীর কুরআনের পরীক্ষার আগে মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হলো। তার ঋতুস্রাব যদি ৫ দিন চলে আর ঐ ৫ দিন যদি সে কুরআন ধরে পড়তে না পারে তবে তার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। এ জন্য মাসিক চলা অবস্থায় তার কুরআন ধরে পড়লে গুনাহ হবে না।

অপবিত্র অবস্থায় কুরআন ধরা বা পড়ার ব্যাপারে ইসলামের সামগ্রিক চূড়ান্ত রায়

এ পর্যায়ে এসে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে–

১. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা, স্পর্শ করা ও শোনা নিষেধ বা গুনাহ নয়।

২. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা ও স্পর্শ করা নিষেধ কিন্তু শোনা নিষেধ নয়।

৩. ওজুসহ কুরআন পড়লে, পড়ালে ওজুর সওয়াব যোগ হওয়ার জন্য সওয়াব বেশি হবে।

৪. ইচ্ছা করছে এবং সময়ও আছে কিন্তু ওজু না থাকার কারণে কুরআন ধরে পড়া থেকে বিরত থাকলে বড়ো গুনাহ হবে।

৫. অমুসলিমরা জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে আগ্রহ সহকারে কুরআন তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

৬. যদি বুঝা যায়, কোনো অমুসলিম কুরআনকে অপমান করতে পারে তবে সে যাতে কুরআন ধরতে না পারে সে ব্যাপারে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব।

শেষ কথা

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে ব্যক্তিগত কোনো মতামত আপনাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। আর সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোনো অবস্থানেও আমি নই। বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলের যে তথ্যগুলো আমি পেয়েছি, জাতির অপরিসীম কল্যাণ হবে ভেবেই তা ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করেছি। আর এ কাজ করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ প্রতিটি মুসলিমকে নির্দেশ দিয়েছে।

আশাকরি তথ্যগুলো জানার পর বিবেকবান এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না এমন যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো মোটেই কঠিন হবে না। আর যারা সিদ্ধান্ত দেওয়ার অবস্থানে আছেন তাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, উপস্থাপিত তথ্য ও ব্যাখ্যাগুলো সামনে রেখে বিষয়টি নিয়ে আপনারা আবার একটু ভাবুন এবং এই দুর্ভাগা জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিন।

ইবলিস শয়তান তার এক নম্বর কাজে (কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা) সফল হওয়ার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিম জাতি যদি ইসলাম বিরোধী কথাকে ধরে ফেলার জন্য তাদের সবার মধ্যে মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে Common sense/আকল নামের যে দারোয়ানটি দিয়েছেন সেটাকে যথাস্থানে রাখতে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে, তবে ইবলিসের পক্ষে ইসলাম বিরোধী কথা মুসলিম সমাজে ঢুকানো অসম্ভব হয়ে যাবে।

আসুন কায়মনোবাক্যে রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে ক্ষমতা এবং সুযোগ দেন– কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে সকল কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে, সেগুলো শনাক্ত করা এবং তার প্রতিকারের জন্য কার্যকরভাবে এগিয়ে আসার। আমিন! ছুম্মা আমিন!

পরিশেষে সবার কাছে আবেদন, পুস্তিকায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে দয়া করে জানাবেন। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. মৌলিক শতবার্তা (যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ি-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের

সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

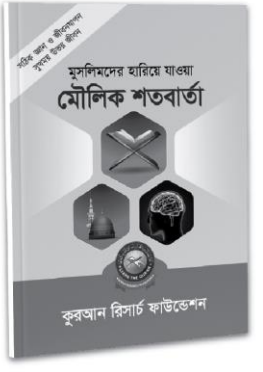

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১